Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মঙ্গলবার the ২৯ day of নভেম্বর , ২০২২

অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-/২০১২

রণজিৎ দাশের মৃত্যুতে তৎ ওয়ারীশ ও অজিত দাশ গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ২৫/০৩৯/২০২২ খ্রিঃ, ১৪/০৬/২০২২ খ্রিঃ ; ১১/০৮/২০২২ খ্রিঃ, ও ২২/১১/২০২২খ্রিঃ।

In presence of

জনাব জয়রাম দে ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌঁসুলি (জি.পি)

---------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন কেলিশহর মৌজার ‘ক’ তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ৭১৯ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তফসিলী সম্পত্তির মূল মালিক ছিল রসিক চন্দ্র কানুনগোয়। তৎমতে তাহার

নামে আর এস ১০৭৮ নং খতিয়ানের ১৫৮৫ ও ১৫৮৬ দাগে ১৮+১৮ =৩৬ শতক ভূমি রায়তদার হিসাবে শুদ্ধরুপে প্রচারিত আছে। রসিক চন্দ্র কানুনগোয় মারা গেলে দুই পুত্র বিপিন বিহারী কানুনগোয় এবং নলিনী বিহারী কানুনগোয় ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। নলিনী বিহারী কানুনগোয় মরনে তাহার দুই পুত্র সুধীর রঞ্জন কানুনগোয় ও সুভাষ রঞ্জন কানুনগোয় ওয়ারীশ থাকে।

আবেদনকারীগনের মাতার বায়া অর্থাত শ্রীমতি কামাক্ষ্যা কানুনগো গং বিগত ০২/১২/১৯৬৩ ইং তারিখে ৪৮১১ নং রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলমূলে ৯ শতক ভূমি আবেদনকারীগনের মাতা শ্রমতি আশালতা দাশ বরাবর বিক্রয় ও দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত দলিলে নাবালক শ্যমল কানুনগো এর পক্ষে হিতৈষী মাতা কামাক্ষ্যা কানুনগোয় ছিলেন। পরবর্তীতে আবেদনকারীগনের মাতা শ্রীমতি আশালতা দাশের মৃত্যুতে আবেদনকারীগণ নালিশী ভূমি তে মৎসাদি জিয়ানে এবং পাড় ভূমিতে গাছপালা ও বৃক্ষাদি রোপনে ছেদনে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। এভাবে নালিশী সম্পত্তিতে প্রার্থীকগণ ওয়ারীশসূত্রে মালিক ও দখলকার হন বিধায় প্রাথীকগণ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

উল্লেখ্য যে, নালিশী সম্পত্তির গেজেটে আর এস ১০৭৮ নং খতিয়ানের স্থলে ১০৭৫ লিপি ভুল হয়েছে। একইভাবে গেজেটে মনীন্দ্র কানুনাগোয় পিতা-মৃত অন্নদাচরণ কানুনগো হালসাং-ভারত লিপি ভুল হয়েছে। আবেদনকারীগণ ২০ শতকের আন্দরে ৯ শতক সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করে।

অত্র মামলার ১-৫ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয় । সরকার ভিপি মামলা নং ২৩/৮১-৮২ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভূমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিস্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) প্রার্থীগন তাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা অজিত দাশ (Pt.W.1) কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী- ১- ৮ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস ১০৭৮ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী -১
২। বি এস ২৭৪১ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ২
৩। ০২/১২/১৯৬৩ ইং তারিখের ৪৮১১ নং দলিলের জাবেদা	প্রদর্শনী ৩
৪। ওয়ারীশ সনদপত্র ০২ ফর্দ	প্রদর্শনী-৪
৫। মৃত্যু সনদপত্র	প্রদর্শনী-৫
৬। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ০৪ ফর্দ	প্রদর্শনী-৬ সি
৭। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী- ৭
৮। জন্ম সনদের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৮

অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **মোঃ মহিউদ্দিন (Op.W.1)** কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

অজিত দাশ (Pt.W.1) এবং **মোঃ মহিউদ্দিন (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। প্রার্থীপক্ষে দাখিলীয় গেজেটের ফটোকপি (প্রদশর্নী-৭) হতে দেখা যায়, পটিয়া উপজেলাধীন কেলিশহর মৌজার আর এস ১০৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত **(ভুলে ১০৭৫ নং খতিয়ান লিপি হয়েছে)** আর এস ১৫৮৫ ও ১৫৮৬ নং দাগ তৎসামিল বি এস ২৭৪১ ও ২৪০৩ নং খতিয়ানের ১৯৫২ ও ১৯৫১ দাগে ৫ + ১৫ = ২০ শতক নাল ভুমি সোনাতন কানুনগো এর পুত্র রসিক চন্দ্র এর মালিকানাধীন ছিল যা অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে ক শ্রেনীর তালিকাভুক্ত করা হয়।

প্রার্থীপক্ষ উক্ত সম্পতিতে গেজেট উল্লেখিত মনীন্দ্র লাল কানুনগো এর মালিকানা অস্বীকার করেন এবং তার নামে প্রকাশিত গেজেট ভুল মর্মে দাবি করেন। উল্লেখ্য যে, গেজেটে আর এস ১০৭৮ নং খতিয়ানের স্থলে ১০৭৫ নং খতিয়ান উল্লেখ রহিয়াছে যা নিতান্তই করনিক ভুল। নালিশী সম্পত্তি মূলত আর এস ১০৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত ।

প্রার্থীপক্ষের দাখিলী আর এস ১০৭৮ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানের নালিশী আর এস ১৫৮৫ ও ১৫৮৬ নং দাগে (১৮+১৮) = ৩৬ শতক ভুমির একক মালিক

ছিলেন রসিক চন্দ্র। Pt.W.1 এর সাক্ষ্যমতে, আর এস মালিক রসিক চন্দ্র এর মৃত্যুতে ০২ পুত্র বিপিন বিহারী কানুনগোয় এবং নলিনী বিহারী কানুনগোয় ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। দাখিলী বি এস খতিয়ান প্রদর্শনী-২ হতে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছেন যে, নলিনী বিহারী কানুনগোয় মরনে তাহার দুই পুত্র ছিল যথা- সুধীর রঞ্জন কানুনগোয় ও সুভাষ রঞ্জন কানুনগোয়। কিন্তু উক্ত দাবির সমর্থনে প্রার্থীপক্ষ কোন ওয়ারীশসনদপত্র দাখিল করেননি। তবে সরকার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। প্রার্থীপক্ষ রসিক চন্দ্রের পরবর্তী জের ওয়ারীশগনের নামে বি এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয় মর্মে দাবি করেছেন। বি এস ২৭৪১ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ২ পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছেন যে উক্ত নলিনী বিহারীর অপর পুত্র সুধীর রঞ্জন কানুনগোয় ১৯৬০ সনের দিকে ১ স্ত্রী কামাক্ষ্যা কানুনগো ও ১ পুত্র শ্যামল কানুগো কে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। উক্ত কামাক্ষ্যা কানুনগো ও তৎ নাবালক পুত্র নালিশী ১০৭৮ নং খতিয়ানের আর এস ১৫৮৬ ও ১৫৮৫ দাগে ৯ শতক ভুমি আশালতা দাশ বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় ০২/১২/১৯৬৩ ইং তারিখের ৪৮১১ নং রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের সি.সি পর্যালোচনায় উক্ত দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীকগণ আশালতা দেবীর ওয়ারীশ দাবি করেছেন যা দাখিলীয় ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদর্শনী-৪ দ্বারা তা স্পষ্ঠত প্রমাণিত। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ওয়রীশসূত্রে আর এস ১৫৮৫ ও ১৫৮৬ দাগের আন্দরে ৯ শতক ভুমিতে প্রার্থীকগনের স্বত্ব স্বার্থ রয়েছে।

প্রদর্শনী-১, প্রকাশিত গেজেট পর্যালোচনা দেখা যায়, আর এস ১৫৮৫ ও ১৫৮৬ দাগ তৎসামিল বি এস ১৯৫২ ও ১৯৫১ দাগের অন্তর্ভক্ত ৫+১৫ =২০ শতক ভুমি অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয় এবং সেই সম্পত্তির মালিক হিসাবে মনীন্দ্র লাল কানুনগো এর নাম এসেছে। গেজেট পর্যালোচনায়, উক্ত মনীন্দ্র লাল কানুনগো ভারতবাসী মর্মে দৃস্ট হয়। কিন্তু নালিশী বি এস খতিয়ান প্রদর্শনী-২ পর্যালোচনায়, বি এস রেকর্ডীগণের কেউ ভারতবাসী হয়েছে মর্মে পাওয়া যায়নি। আবার উক্ত মনীন্দ্র লাল কানুনগোন এর নাম আর এস বা বি এস খতিয়ানে নেই। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, নালিশী আর এস ১৫৮৫ ও ১৫৮৬ দাগ তৎসামিল বি এস ১৯৫২ ও ১৯৫১ দাগের ৫ +১৫ =২০ শতক ভুমি ভুলক্রমে ও ভিত্তিহীনভাবে অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি হিসাবে “ক” তালিকাভুক্ত হয়েছে।

প্রার্থীপক্ষের দাখিলী ০২/১২/১৯৬৩ ইং তারিখের ৪৮১১ নং কবলা প্রদর্শনী-৩ হতে দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক রসিক চন্দ্রের ওয়ারীশ পুত্র নলিনী বিহারীর পুত্র সুধীর কানুনগো এর স্ত্রী কামাক্ষ্য কানুনগো ও নাবালক পুত্র শ্যামল কানুগো নালিশী আর এস ১৫৮৫ ও ১৫৮৬ দাগের ৯ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকগনের মাতা আশালতা বরাবর হস্তান্তর করে। নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডী হতে ধারাবাহিক মালিকানা পর্যালোচনায় ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, নালিশী দাগের সম্পত্তি প্রার্থীকদের বায়াগণ

তাদের পূর্ববর্তীর আমল থেকে ভোগ দখলে ছিলেন এবং সর্বশেষ খরিদের পর প্রার্থীকগণ নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলকার হন।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী বি এস ১৯৫১ ও ১৯৫২ দাগের সম্পূর্ন ১৮+১৮=৩৬ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকদের বায়ার পূর্ববর্তীগণ হলেও উক্ত সম্পত্তি হতে ৫+১৫ =২০ শতক ভূমি অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় মনীন্দ্র লাল কানুনগো এর নামে ভুল ও বে-আইনীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু প্রার্থীকগনের মাতা বি এস রেকর্ডী সুভাসের অপর ভ্রাতা সুধীরের জের ওয়ারীশদের নিকট হতে ৮৮১১/১৯৬৩ নং দলিলমূলে নালিশী দাগান্দরে ৯ শতক ভূমি খরিদক্রমে মালিক দখলকার ছিলেন সুতরাং মাতার ওয়ারীশ হিসাবে প্রার্থীকগণ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পেতে হকদার বলে আমি বিবেচনা করি।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হল। নালিশী আর এস ১০৭৮ নং খতিয়ানের আর এস ১৫৮৬ ও ১৫৮৫ দাগ তৎসামিল বি এস ২৭৪১ নং খতিয়ানের বি এস ১৯৫১ ও ১৯৫২ নং দাগের আন্দরে ৪.৫ + ৪.৫ = ৯ শতক সম্পত্তি প্রার্থীগন এর বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল। ১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ

সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,

পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ

সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,

পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।